'Ebong Mahua'--UGC Approved listed Journal,
Journal Serial No.--42327, Bengali Journal Serial No.--33

EBONG MOHUA

Bengali Language, Literature, Research and Referred with Pre-Review Journal

20th Year, 111 Volume

Dec, 2018

Edited, Printed and Published by
Dr. Madanmohan Bera, Editor
Golekuachawk, P.O.-Midnapur-721101, W.B.
Mob.-9153177653
madanmohanbera51@gmail.com
kohinoor.bera@gmail.com

Rs. 550

-বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ (U.G.C.) অনুমোদিত তালিকার অন্তর্ভুক্ত। পত্রিকা ক্রমিক নং-৪২৩২৭, বাংলা পত্রিকা ক্রমিক নং-৩৩

এবং মহুয়া

(বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা)

২০ তম বর্ষ, ১১১ সংখ্যা

ডিসেম্বর, ২০১৮

Attested
20.09.19
Vice Principal
Silda C.S. College

কে. কে. প্রকাশন
গোলকুয়াচক, মেদিনীপুর, প. বঙ্গ।

Annexure: 46

স্বাধীনতা পরবর্তী দেশাত্মবোধক বাংলা নাটক

সঞ্জয় কুমার কর

বাংলা নাটকের জন্মলগ্ন থেকেই দেশাত্মবোধক নাটক রচনার যে ধারাটি চলে আসছে স্বাধীনতা উত্তর যুগেও তার অবসান হয়নি। কেবল পাত্রপাত্রী, ঘটনা, বিষয়বস্তু ও উপাদন পরিবর্তন হয়েছে। বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে দেশাত্মবোধক নাটকের গৌরবময় প্রভাব ও প্রসার আমরা লক্ষ্য করেছি। এইসব নাটকের পরাধীন জাতীর অন্তর্হীন লজ্জা ও বেদনা যেমন প্রতিফলিত হয়েছে, তেমনি বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে জনগণের প্রবল প্রতিরোধ শক্তি জাগ্রত করার চেষ্টাও হয়েছে।

স্বাধীনতা লাভের পর প্রচণ্ড জাতীয় আবেগ শান্ত হয়ে এল, সেজন্য কিছুকাল দেশাত্মবোধক নাটকের উদ্ভব দেখা যায় নি। কিন্তু ১৯৬২ সালে অক্টোবর মাসে চীন যখন অপ্রস্তুত ও শক্তিকামী ভারতকে আক্রমণ করলো, তখন আগ্রাসী শত্রুর বিরুদ্ধে দুর্জয় প্রতিরোধের সঙ্কল্প বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করে তুললো। বাংলা নাট্যসাহিত্য এই নবজাগ্রত জাতীয় আবেগ সম্বন্ধে উদাসীন থাকতে পারলো না। পুরাতন দেশাত্মবোধক নাটকগুলি পুনরুজ্জীবিত হলো এবং দেশের এই সঙ্কটময় অবস্থা অবলম্বন করে নতুন নাটক রচনা ও অভিনয় করার চাহিদাও দেখা দিল। বাংলাদেশের সকল নাট্যকার সেই চাহিদা মেটাতে এগিয়ে এলেন।

স্বাধীনতা উত্তর যুগে দেশাত্মবোধক নাটক লেখা হয়েছে দুভাবে—

এক) প্রতিবেশী চীনের ভারত আক্রমণকে উপলক্ষ্য করে দেশাত্মবোধক নাটকের ধারাটি প্রবাহিত হয়েছে। মন্মথ রায়ের 'মহাপ্রেম', 'জওয়ান', 'স্ফর্কীট'; দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সীমান্তের ডাক'; ধনঞ্জয় বৈরাগীর 'সৈনিক'; সুনীল দত্তের 'সীমান্ত প্রহরী' প্রভৃতি নাটকে বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে এক সর্বাত্মক প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়েছে দেশজুড়ে।

দুই) স্বাধীনতার একযুগ পরে এসেও দেশের কোন উন্নতি হয়নি। বরং মানুষ আরো দরিদ্র ও নিঃস্ব হয়েছে। হতাশা ব্যর্থতা তাকে করেছে ম্রিয়মান। অথচ এই স্বাধীনতার জন্য যেসব বীর সন্তানেরা সর্বস্ব ত্যাগ করে দুঃখ ও অত্যাচার সহ্য করেছিল তাদের নিয়ে নাটক রচনার উদ্যোগ ষাট দশকের নাটকে নতুন করে আত্মপ্রকাশ করল। উৎপল দত্ত এই ধারার প্রবর্তক। সশস্ত্র বিপ্লবের বীর সন্তানদের দুঃখ বরণের আদর্শ ও কঠিন ত্যাগ স্বীকারের কাহিনী অবলম্বন করে রচনা করেছেন 'ফেরারী ফৌজ' ও 'কল্লোল'।

নাট্যকার মন্মথ রায় রচিত 'মহাপ্রেম' নাটকটি চীনা আক্রমণের প্রতিরোধে লিখিত দেশাত্মবোধক নাটক গুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। চীনা আক্রমণের ঠিক তিন

আগে ১৯৫৯ সালের নভেম্বর মাসে নাটকটি রচিত হয়। সীমানা নিয়ে ভারত চীনের মধ্যে যে বিরোধ চলছিল সেই প্রেক্ষাপটে মঞ্চসফল জনপ্রিয় এই নাটকটি নাট্যকার রচনা করেন। নাট্যকারের উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব হল দূরদর্শিতা। কেননা ভারত-চীন যুদ্ধের আগে যুদ্ধের সম্ভবনা নিয়ে নাটকটি রচিত। সেই যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে সীমান্তে অবস্থিত একটি গ্রামের সম্মিলিত প্রতিরোধের একটি চিত্র এই নাটকে নাট্যকার অঙ্কন করেছেন। নাট্যকারের এই প্রতিরোধচিত্র অবাস্তব ও অবিশ্বাস্য বলে সকলেই নাটকটিকে উপেক্ষা করেছিল। তিন বছর পর প্রতিবেশী চীন যখন ভারতকে আক্রমণ করলো তখন দেশবাসী পরম আদরে এই নাটকটিকে গ্রহণ করলো।

নাটকের ঘটনাস্থল ভারত সীমান্তের অরণ্য ঘেরা একটি গ্রাম। যে গ্রামে গোপনে বিদেশী শক্তির আগমন ঘটেছে। গ্রামের কিছু মানুষকে তারা করায়ত্তও করেছে। বিরোধী শক্তিকে প্রতিহত করার কোন অস্ত্র সংঘটিত গ্রামবাসীদের হাতে নেই। প্রবল দেশপ্রেম ও সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি অবলম্বন করে তারা শত্রুকে প্রতিরোধ করতে সঙ্কল্প করেছে। অবশেষে নিরুপায় হয়ে তারা পোড়ামাটি নীতি অনুসরণ করেছে। আধুনিক অস্ত্রসজ্জিত শত্রুর বিরুদ্ধে তাদের প্রতিরোধের এই প্রচেষ্টা নিতান্ত দুর্বল, এমনকি হাস্যকর মনে হতে পারে। নিরস্ত্র ও অরক্ষিত গ্রামবাসীগণ হঠাৎ আক্রান্ত হলে আর কি উপায়েই বা নিজেদের রক্ষা করতে পারে? তবে একটা সংশয় থেকে যায় গ্রামবাসীদের রক্ষায় পুলিশ এল না কেন? দিনের পর দিন যারা আত্মরক্ষার জন্য নানা ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে, তারা পুলিশ বাহিনীর সাহায্য নিল না কেন? তবে এ কথা ঠিক যে গ্রামবাসীগণ তাদের সীমিত শক্তি নিয়ে প্রতিরোধ ও প্রতিঘাতের যে পরিকল্পনা ও ব্যবস্থ গ্রহণ করেছে তা সামরিক বাহিনীর সুপরিকল্পিত যুদ্ধকৌশলের অনুরূপ।

এই নাটকে গ্রামবাসীদের প্রতিরোধ শক্তির সামগ্রিক রূপ পরিস্ফুট হয়েছে। এই প্রতিরোধশক্তি গ্রামের মানুষের মধ্যে স্বদেশ চেতনার সঞ্চার করেছে। সর্বোপরি, কিছু অতিরঞ্জক উপাদান থাকলেও স্বদেশ চেতনার উদ্দীপনে নাটকটি তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে।

ভারত চীনের যুদ্ধের পটভূমিকায় লেখা দেশাত্মবোধক নাটকগুলিতে তার আধুনিক মনোভঙ্গি প্রকাশ পয়েছে। 'মহাপ্রেম', 'স্ফর্কীট' ও 'জওয়ান' প্রভৃতি নাটকে দেশের বিপন্ন স্বাধীনতা রক্ষার জন্য দেশবাসীর স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ প্রচেষ্টা এক বৃহত্তর ঐক্যবোধে উদ্দীপ্ত। ঐক্যবদ্ধ গণসংগ্রাম এ যুগের দেশাত্মবোধক নাটকের একটি বিশেষত্ব। পূর্বের দেশাত্মবোধক নাটকের সঙ্গে এর পার্থক্য সুস্পষ্ট। অর্জিত স্বাধীনতা রক্ষার জন্য দেশবাসী যে কোন মূল্য দিতে বদ্ধ পরিকর। পরিবর্তিত জাতীয় চেতনার পরিধিতে নাট্যকার তার যথার্থ স্বরূপ উন্মোচন করতে সক্ষম হয়েছেন বলে বিপুল গণ জাগরণের ঢেউ ভেঙে পড়েছে নাটকে।

চীন ভারত সংঘর্ষের সময় লেখা দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সীমান্তের ডাক' একাঙ্ক নাটকটি উল্লেখযোগ্য দেশাত্মবোধক নাটক। নাট্যকার এই নাটকে জাতি বিদ্বেষ প্রচার না করে মাতৃভূমির মর্যাদা রক্ষাই আত্মোৎসর্গের ডাক দেন। শিবনাথ প্রাক্তন বিপ্লবী, স্বাধীনতা সংগ্রামের যোদ্ধা। বৃদ্ধ হইলেও তাঁর মধ্যে দেশপ্রেমের বহ্নি অনির্বাণ-স্বাধীন ভারতের সীমান্তে শত্রুর হানায় তিনি বিচলিত। একমাত্র পুত্র সমীর যেদিন জোয়ানদের দলে নাম

Attested
20.09.19
Vice-Principal
Silda C.S.College

নিয়ে এল, সে পেল পিতার আশীর্বাদ, কিন্তু মা প্রভা পুত্র হারাবার ভয়ে বিহ্বল। তাঁর প্রশ্ন যুদ্ধ কেন? নাট্যকার সুকৌশলে বিশ্বের এই সর্বজনীন প্রশ্নটিকে প্রভার মুখে দিয়েছেন, তার ফলে নাটকটি সর্বকালের সর্বজনের হয়ে উঠেছে। বীররসের পাশে করুণ রসের অবস্থান নাটকীয় আবেদনকে হৃদয়গ্রাহ্য করে তুলেছে। দেশাত্মবোধের সমস্ত জাতীয় আবেগ এই নাটকে পরিস্ফুট।

ধনঞ্জয় বৈরাগী রচিত 'সৈনিক' নাটকটিতে পারিবারিক স্নেহসম্পর্কের উপর দেশপ্রেমের গৌরব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। চীন কর্তৃক ভারত আক্রান্ত হলে জনগণের সম্মিলিত প্রবল দেশাত্মবোধ এবং মুষ্টিমেয় লোকেদের মধ্যে যে আদর্শগত বিরোধ দেখা গিয়েছিল তার আভাস এই নাটকে পাওয়া যায়। তবে নাট্যকার এই বিরোধকে বিতর্কমূলক মননস্তরে নিয়ে যেতে পারেন নি। সেজন্য প্রবীর-অরবিন্দ-শোভনের ভ্রান্ত রাজনৈতিক তত্ত্ব ও বিকৃত পথ স্পষ্ট ও জোরালো ভাবে দেখানো হয়নি। মেজরের পক্ষে একান্ত বিশ্বাসভাজন পুত্রকে দেশদ্রোহী রূপে বুঝতে পারা ও গুলি করা দ্রুত, আকস্মিক ও অতিনাটকীয় হয়েছে। পুত্র সম্বন্ধে তার সুনিশ্চিত ধারণায় আসা এবং তাকে শাস্তিবিধানের সঙ্কল্প গ্রহণ করার জন্য সময় ও ঘটনা বিস্তারের প্রয়োজন ছিল। বিকৃত মতবাদী তিনটি চরিত্রের মধ্যে অরবিন্দের মতের পরিবর্তন হয়েছিল এবং সেজন্য ক্ষমাহীন পার্টির হাতে সে শাস্তিও পেল। প্রবীরের মধ্যেও দ্বিধা ও দুর্বলতা লক্ষ্য করা গেছে। একমাত্র শোভনাই দৃঢ়ভাবে তার মত ও পথ আঁকড়ে ধরে রেখেছে। চীনা আক্রমণের নৃশংস বিভীষিকা প্রতিভার ভয়ার্ত ও অসংবদ্ধ কথাগুলির মধ্যে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

সুনীল দত্তের 'সীমান্ত প্রহরী' নাটকটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি সংবাদের উপর ভিত্তি করে লেখা। নেফা অঞ্চলের যুদ্ধক্ষেত্র নাটকটির ঘটনাস্থল। বাঙালী বীর সৈনিক মৃত্যুঞ্জয়ের গৌরবজনক আত্মত্যাগের কাহিনী এই নাটকে বর্ণিত হয়েছে। তবে কাহিনীর কোন গতিশীল রূপ এতে ফুটে ওঠেনি। যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরে দুর্গম পার্বত্য প্রদেশের দুঃসহ কষ্টকর পরিবেশের কয়েকজন স্বদেশপ্রেমিক বীর সৈনিকের দেশাত্মবোধের প্রবল উচ্ছ্বাসই এই নাটকে প্রকাশ পেয়েছে। যুদ্ধক্ষেত্রের বীরত্ব অপেক্ষা দেশপ্রেমিকের ভাবপ্রবণতাই এতে প্রাধান্য লাভ করেছে। সৈনিকের আত্মত্যাগের কারুণ্য আরও গভীর করে তুলবার জন্য নাট্যকার নায়ক চরিত্রের সঙ্গে একটি নারীর প্রেম সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে আবছা নারীমূর্তির আবির্ভাব এবং নায়কের সাথে তার কথোপকথন স্থূল ও বিসদৃশ হয়েছে।

প্রকৃত যুদ্ধক্ষেত্রের কাহিনি অবলম্বনে রচিত মানিক সরকারের 'সিপাহী' নাটকটি যুদ্ধের উত্তেজনা, কষ্ট, বিপদ বাস্তবরূপে আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছে। যুদ্ধক্ষেত্রের প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয় নাট্যকার এই নাটকে দেখিয়েছেন বলে যুদ্ধের পরিবেশ অত্যন্ত জীবন্ত হয়ে উঠেছে। সীমান্ত অঞ্চলের অতন্দ্র প্রহরীরা কিরূপ দুঃসহ কষ্ট ও অসুবিধার মধ্যেও নিজেদের অদম্য প্রতিরোধ শক্তি ও প্রবল স্বদেশ প্রীতি জাগ্রত রেখেছিল তার পরিচয় এই নাটকে পাওয়া যায়। যুদ্ধের উত্তেজনা ও উদ্দীপনার অবসরে বিপরীক

Vice-Principal
Silda C S College

ক্যাপ্টেন ও সমাজনিন্দিতা নার্সের ব্যক্তিজীবনের বেদনা, মেঘাচ্ছন্ন আকাশে ক্ষণিক বিদ্যুৎ রেখার মতোই ফুটে উঠেছে। তরুণ সৈনিক রায়ের নির্ভীক মৃত্যুবরণ একই সঙ্গে অপরিসীম কারুণ্য এবং অপরিমেয় গৌরবে আমাদের হৃদয় পূর্ণ করে তোলে। রায়ের মত বীর সন্তান যে জাতির আছে তার ভয় কোথায়?

সাময়িক আবেগের দ্বারা উদ্দীপিত হয়ে নাট্যকারগণ নাটক রচনা করেছেন বলে তাঁদের অধিকাংশ নাটকে সাময়িকতা ও দ্রুতলিখনের ত্রুটি অতিমাত্রায় প্রকট। স্থায়ী নাট্যগুণের নিদর্শন খুব কম নাটকেই পাওয়া যায়। অধিকাংশ নাটকেই প্রচারধর্মিতা এত স্পষ্ট যে ঐসব নাটকে নাটকত্বের কোন উপাদান খুঁজে পাওয়া যায় না। নাটকগুলি আকারে এত সংক্ষিপ্ত যে, সেগুলির মধ্যে কোন ঘটনার জটিলতা ও নাট্য সংঘাত স্থান পায় নি।

অধিকাংশ দেশাত্মবোধক নাটকের মধ্যেই নাট্যকারদের অমনোযোগ, শৈথিল্য লক্ষ্য করা যায়। মনে হয় তাঁরা যেন সাময়িক কর্তব্য সম্পাদন করার জন্য নাটক রচনা করেছেন। অধিকাংশ নাটকেই শুধু ভাবোচ্ছ্বাস আছে মাত্র, সূক্ষ্ম মননধর্মিতা ও বুদ্ধিগ্রাহ্য তর্কবিতর্ক স্থান পায় নি। চীন ও ভারতের সংঘাতের মধ্যে উগ্রনীতিবাদী চীনের মতবাদের দোষ ত্রুটি ও অনিষ্টকারীতা কোথায়, ভারতের গণতান্ত্রিক আদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব বা কোথায় — সব আলোচনা আমরা খুব কম নাটকেই লক্ষ্য করেছি। ভারত ও চীনের সীমান্তবিরোধে ভারতের পক্ষে যুক্তি ও ন্যায় কিরূপ বলিষ্ঠ এবং চীনের সীমানা সম্প্রসারণ নীতির মধ্যে তার নগ্ন সাম্রাজ্যবাদ কিভাবে প্রকাশ পেয়েছে তা নাটকের মধ্যে পরিস্ফুট হলে দেশাত্মবোধের আবেগ আরও দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হত।

নাটকগুলি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অনেক দূরে লিখিত। সেই জন্যে যুদ্ধের উত্তেজনা ও উন্মাদনা নাটকগুলিতে ফুটে ওঠে নি। নাট্যকারদের যুদ্ধ সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা ছিল না, সেজন্য যুদ্ধের আবেগ সৃষ্টি করতে তাঁরা পারেন নি। তাঁরা শুধুমাত্র নিরস্ত্র ও যুদ্ধে অনভিজ্ঞ জনগণের মধ্যে প্রতিরক্ষার মানসিক প্রস্তুতি গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন।

যুদ্ধক্ষেত্রের বাস্তব রূপ ও দেশরক্ষায় ব্রতী সৈনিকদের বীরত্ব ও প্রত্যয়ের চিত্র কোন নাটকে দেখা গেল না। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকের ভাবনা ও উত্তেজনা, শত্রুর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম প্রভৃতি অবলম্বনে চমৎকার নাটক লেখা যেত। কিন্তু সেই নাটক আমরা কোন নাট্যকারের কাছ থেকে পাই নি। এই নাটকগুলিতে সাহিত্যিক মূল্য যাই থাক দেশপ্রেমের মধ্যে আছে একটা আন্তরিকতা। এই শ্রেণীর নাটকে কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি থাকলেও সংকটের সংকটময় অবস্থায় নাটকগুলি দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ করতে এবং দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। সেদিক থেকে নাটকগুলির গুরুত্ব অপরিসীম।

তথ্যসূত্র :

১. বাংলা নাটকের ইতিহাস — ড. অজিত কুমার ঘোষ।
২. বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড) — আশুতোষ ভট্টাচার্য।
৩. বাংলা নাটকে আধুনিকতা ও গণচেতনা — ড. দীপক চন্দ্র।